প্রথম আলো

৯/৯/২০০১

তারিখ:
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম

সাক্ষরতা দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টা

গোটা জাতি পরিপূর্ণ শিক্ষিত হলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রয়োজন হতো না

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি লতিফুর রহমান বলেছেন, গণতন্ত্র ও শিক্ষা একে অপরের পরিপূরক। গোটা জাতি পরিপূর্ণভাবে শিক্ষিত হলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আর প্রয়োজন হতো না। তিনি বলেন, প্রতিটি নাগরিক শিক্ষিত হলে তারা নিজেদের ভোটের অধিকার, নাগরিক অধিকার এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিষয়ে খুব ভালোভাবেই অবগত থাকতেন। গতকাল শনিবার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ও শিক্ষা সপ্তাহ-২০০১-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। খবর বাসস ও ইউএনবির।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, শিক্ষিত ব্যক্তি স্বাধীনভাবেই তার ভোটের অধিকার চর্চা এবং একইসঙ্গে সে অধিকার রক্ষা করতে পারে। অন্যের মতামত ও ভোটের অধিকারের প্রতি তার শ্রদ্ধাবোধ থাকে। তিনি বলেন, শিক্ষার আলো সমাজের সন্ত্রাস, পেশিশক্তি, কালো টাকা ও ভোট কারচুপিসহ মিথ্যা প্রচার-প্রচারণা সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত করতে পারে। প্রধান উপদেষ্টা আরো বলেন, শিক্ষিত সমাজের একটি দেশ রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক আস্থা গড়ে তুলতে পারে। একইসঙ্গে তাদের মধ্যে সহিষ্ণু সম্পর্কের সৃষ্টি করতে পারে।

প্রধান উপদেষ্টা তার বক্তব্যে বলেন, সমাজ ও দেশ শিক্ষিত হলে সার্বিকভাবেই আদর্শগত ও শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিবেশ সুনিশ্চিত হবে। তিনি বলেন, দেশের বর্তমান পরিস্থিতির মধ্যেও শিক্ষাখাতের অব্যাহত সাফল্য, গণতন্ত্র ও ভোটের অধিকার চর্চা এবং গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রার জন্য জাতি গর্ববোধ করতে পারে। দেশের জনগণ '৯১ ও '৯৬-এর নির্বাচনে স্বাচ্ছন্দ্যে ভোট দিয়েছে। তিনি আগামী সংসদ নির্বাচনও সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে অনুষ্ঠানের ব্যাপারে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান কাজ হচ্ছে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনকে সর্বাত্মকভাবে সহায়তা করা। তিনি বলেন, সে লক্ষ্যেই সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছি। তিনি বলেন, শিক্ষা, দারিদ্র্য দূরীকরণ, গণতন্ত্র ও অর্থনীতির বিকাশ এবং সচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে নির্দেশনা প্রদানকারী শক্তি হিসেবে কাজ করে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা এ এস এম শাহজাহান, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব অধ্যাপক তাহমিনা হোসেন এবং অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ধীরাজ মালাকার অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।